যুগান্তর

তারিখ ... 18 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... 20 ... কলাম ... 6 ...

রাজশাহীতে প্রাথমিক শিক্ষায় বদলি বাণিজ্য

আনু মোস্তফা, *রাজশাহী থেকে*

রাজশাহীতে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে এক ধরনের নৈরাজ্য
চলছে। নিয়মানুযায়ী কোনো স্কুলে পদশূন্য হলে উপজেলা কোটায় একজনকে নতুন
নিয়োগ করার কথা। কিন্তু পদশূন্য হওয়ার আগেই
একই পদে অন্য জেলার স্কুল থেকে শিক্ষকদের
দেদার বদলি করা হচ্ছে। এতে নতুনদের নিয়োগের
পথ বন্ধ হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, প্রাথমিক শিক্ষা
বিভাগের রাজশাহী বিভাগীয় অফিসের কতিপয়
অসাধু কর্মকর্তা' টাকার বিনিময়ে এসব বদলি
করছেন। আগাম এসব বদলিতে বিব্রত উপজেলা
শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তারা।
রাজশাহীর পবা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস
সূত্রে জানা গেছে, গত বছর বাইরের জেলা ও
উপজেলা থেকে পবা উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক
বিদ্যালয়ে ১৫৫ জন শিক্ষক বদলি হয়ে এসেছেন। এসব স্কুলের কোনো কোনোটিতে
পদের অতিরিক্ত শিক্ষকও রয়েছেন। ফলে বছর শেষে কোনো পদই শূন্য হওয়ার
সুযোগ থাকছে না। এতে পবার শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা উপজেলা কোটায় প্রাথমিক
স্কুলে শিক্ষকতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।
অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, পবার সিলিন্দা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক
আম্বিয়া খাতুন অবসরে যাবেন ১৪ এপ্রিল। কিন্তু এর তিন মাস আগেই গত ১৪
জানুয়ারি ওই পদে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ

পবায় এক বছরে ১৫৫ জনকে বদলি

পদ শূন্য হওয়ার তিন মাস আগেই আরেকজনকে পদায়ন

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

রাজশাহীতে প্রাথমিক শিক্ষায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উপজেলার রাঘবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক কামরুন নাহারকে বদলি
করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের রাজশাহী বিভাগীয় উপ-পরিচালক আবুল খায়ের
স্বাক্ষরিত ওই বদলি আদেশে কামরুন নাহারকে ১৪ জানুয়ারি থেকে সিলিন্দা প্রাথমিক
বিদ্যালয়ে যোগ দিতে বলা হয়েছে। কিন্তু পদশূন্য না হওয়ায় তিনি ওই স্কুলে যোগ দিতে
পারেননি।
সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ থেকে আরও জানা গেছে, কামরুন নাহারকে বিধি লংঘন করে এক
জেলা থেকে অন্য জেলায় বদলির আদেশ দেয়া হয়েছে। এতে ক্ষুব্ধ স্কুলের অন্য শিক্ষকরাও।
আপাতত এভাবে বদলির সুযোগ নেই জানিয়ে পবা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সাইফুল
ইসলাম বলেন, উচ্চ আদালতের নির্দেশে রয়েছে পুল ও প্যানেল থেকে শূন্য পদে প্রাথমিকে
নতুন শিক্ষকদের নিয়োগ ও পদায়ন করতে হবে। পুল ও প্যানেল শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ
পাওয়াদের অনেককেই এখনও পদায়ন করা সম্ভব হয়নি পদশূন্য না থাকায়। ফলে অন্য
জেলা থেকে বদলি হয়ে আসা শিক্ষকদের এভাবে যোগদানের সুযোগ দেয়া সম্ভব নয়। পুল
ও প্যানেল শিক্ষকদের যোগদান শেষে, শূন্যপদ থাকলে তখন বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।
তিনি আরও বলেন, পদশূন্য হওয়ার তিন মাস আগেই সিলিন্দা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কামরুন
নাহারকে বদলির আদেশ দেয়া হলে সেটি বিধিসম্মত হয়নি।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে আরও জানা গেছে, এক উপজেলা থেকে আরেক উপজেলা এবং এক জেলা
থেকে আরেক জেলায় প্রাথমিকে শিক্ষক বদলি হতে হলে যথাযথ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের
অনুমোদন প্রয়োজন হয়। এ সুযোগ কিছুদিন বন্ধও ছিল। এখন শর্তসাপেক্ষে তা আবার চালু
হয়েছে। পবার উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম আরও বলেন, রাজশাহী শহর
থেকে নিকটদূরত্ব হওয়ায় পবায় তদবির করে বিভিন্ন এলাকা থেকে শিক্ষকরা এখানে বদলি
হয়ে আসছেন। অনেকেই আসার জন্য অপেক্ষায় আছেন। গত বছর দেড়শ' শিক্ষক বদলি
হয়ে এই এলাকায় এসেছেন। তবে জানা গেছে, এভাবে বাইরের শিক্ষক পবাতে
বিধিবহির্ভূতভাবে বদলির বিপক্ষে স্থানীয় সংসদ সদস্য আয়েন উদ্দিন। তিনি এ নিয়ে লিখিত
অভিযোগও করেছেন প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। আয়েন উদ্দিন অভিযোগে বলেন, 'পবাতে
প্রাথমিক শিক্ষকরা অবসরে গেলে সেই পদটি শূন্য হওয়ার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে না কতিপয়
কর্মকর্তার বদলি বাণিজ্যের ফলে। এতে পবার বেকার ছেলেমেয়েরা চাকরির সুযোগ থেকে
বঞ্চিত হচ্ছেন।'
এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের রাজশাহী বিভাগীয় উপ-পরিচালক আবুল খায়ের জানান,
তিনি কাউকে বদলি করার ক্ষমতা রাখেন না; করেনও না। কামরুন নাহারের ক্ষেত্রেও তাই
হয়েছে। কামরুন নাহার ওপর থেকে বদলি হয়ে এসেছেন। তিনি সেই আদেশটি কার্যকরের
জন্য চিঠি ইস্যু করেছেন মাত্র।